চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ সহায়িকা

প্রকাশকাল: জানুয়ারি- ২০২৬

(ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এ ভোট গ্রহণ,ভোটাধিকার প্রয়োগ,কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয়) এবং বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

রচনা ও সম্পাদনায়

মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মজুমদার
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

সার্বিক সহযোগীতায়

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার
ও
সহকারী উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বৃন্দ
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

সনজিত কুমার সিংহ
সুপারিনটেনডেন্ট
পিটিআই, কুমিল্লা।

কম্পোজ

ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

প্রকাশনায়

উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।
জানুয়ারি-২০২৬ খ্রি.

দেবিদ্বার উপজেলার চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের সহায়িকা।

প্রত্যয়ন পত্র

উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার, দেবিদ্বার, কুমিল্লা কর্তৃক **(ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এ ভোট গ্রহণ,ভোটাধিকার প্রয়োগ,কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয়) এবং বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল "** শিরোনামের লিফলেটটি চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এর জন্য শিক্ষকের চাহিদার আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে। উহা তথ্যপত্রসহ যাচাইপূর্বক জানুয়ারি-২০২৬ খ্রি. মাসের জন্য চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণ এর সহায়িকা হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হলো।

সনজিত কুমার সিংহ
সুপারিনটেনডেন্ট
পিটিআই, কুমিল্লা।

চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের সময়সূচি ও অধিবেশন পরিকল্পনা:

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এ ভোট গ্রহণ, ভোটাধিকার প্রয়োগ,কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয়) এবং বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল

সময়	বিষয়	ব্যপ্তিকাল	মন্তব্য
৯:০০ - ৯:৩০	প্রথম অধিবেশন : রেজিস্ট্রেশন , পরিচিতি ও জানুয়ারি-২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের উপর আলোচনা	৩০ মিনিট	
৯:৩০-১১ঃ০০	দ্বিতীয় অধিবেশন: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা	১ ঘন্টা ৩০ মিনিট	
১১:০০ - ১১:২০	চা বিরতি	২০ মিনিট	
১১:২০ - ১:০০	তৃতীয় অধিবেশন: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনা	১ ঘন্টা ৪০ মিনিট	
১:০০ - ২:০০	মধ্যাহ্ন বিরতি।	১ ঘন্টা	
২:০০ - ৩:০০	চতুর্থ অধিবেশন: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয়	১ ঘণ্টা	
৩:০০ - ৩:১৫	চা বিরতি	১৫ মিনিট	
৩:১৫ - ৪:১৫	পঞ্চম অধিবেশন: বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল	১ ঘণ্টা	
৪:১৫ - ৪:৪৫	মূল্যায়ন, শ্রেণিপাঠদান, মুক্ত আলোচনা	৩০ মিনিট	
৪:৪৫ - ৫:০০	সমাপনী	১৫ মিনিট	

মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মজুমদার
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

অধিবেশন-১: রেজিস্ট্রেশন , পরিচিতি ও জানুয়ারি-২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের উপর আলোচনা।
সময়: ৩০ মিনিট

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

☞ পরস্পরের সাথে পরিচিত হবেন।
☞ জানুয়ারি-২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের উপর তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন।
☞ অদ্যকার প্রশিক্ষণের বিষয় সম্পর্কে জানতে পারবেন।

প্রশিক্ষকের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
- পর্যায়ক্রমে অংশগ্রহণকারিদের নাম,পদবি, বিদ্যালয় ও একটি মজার ঘটনা উল্লেখপূর্বক পরিচয় দিতে বলুন।
- পরিচয় পর্ব শেষ হলে জানুয়ারি-২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত চাহিদাভিত্তিক সাব-ক্লাস্টার প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু কী কী ছিল?"- তার উপর কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর মতামত জানুন।
- মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে আজকের প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু প্রদর্শণ করুন। বোর্ডে দিনের কর্মসূচী টাঙিয়ে দিন এবং একজনকে পড়তে বলুন।
- আজকের প্রশিক্ষণে সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন ।

অধিবেশন-২: ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা। সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মি.

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ–

☞ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা করে বুঝতে পারবেন।
☞ ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

কাজ-১ : ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ- ২০২৬ নির্বাচন পর্যালোচনা করা।
কাজ-২ : গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা করে তা বাস্তবায়ন করার পদ্ধতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

সহায়কের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারিদের বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে পর্যায়ক্রমে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা করে বুঝতে পারবেন, কার্যক্রম অনুশীলন ও আলোচনা করুন।
- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ০৫ (পাঁচ)টি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট ২০২৬ এর উপর আলোচনা করে দলে উপস্থাপন করতে বলুন।
- ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদর্শন ও অংশগ্রহণকারিদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশন-৩: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ ও কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার উপর আলোচনা । **সময়: ১ ঘন্টা ৩০ মি.**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ–

☞ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রম অনুশীলন করতে পারবেন।
☞ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কাজ-১ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রম অনুশীলন পর্যালোচনা করা।
কাজ-২ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সহায়কের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারিদের বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে পর্যায়ক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রম অনুশীলন ও আলোচনা করুন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রম মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করুন।

- প্রশিক্ষণার্থীদের ০৫ (পাঁচ)টি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম দলে উপস্থাপন করতে বলুন।
- ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদর্শন ও অংশগ্রহণকারিদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশন-৪: জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয় **সময়: ১ ঘন্টা**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারিগণ–

☞ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের কার্যক্রম অনুশীলন করতে পারবেন।

☞ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয় বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

কাজ-১ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের কার্যক্রম অনুশীলন পর্যালোচনা করা।

কাজ-২ : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয় কি তা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

সহায়কের করণীয়:

- অংশগ্রহণকারিদের বিদ্যালয় ভিত্তিক একটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে পর্যায়ক্রমে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের কার্যক্রম অনুশীলন ও আলোচনা করুন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের কার্যক্রম মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে উপস্থাপন করুন।
- জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করুন।
- প্রশিক্ষণার্থীদের ০৫ (পাঁচ)টি দলে ভাগ করে প্রতি দলকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সরকারি দায়িত্ব পালনে শিক্ষকগণের করণীয় কি তা দলে উপস্থাপন করতে বলুন।
- ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী প্রদর্শন ও অংশগ্রহণকারিদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

অধিবেশন-৫: বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল। **সময়: ১ ঘন্টা**

শিখনফল: এ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ–

☞ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

☞ বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে অনুশীলন ও উহার উন্নতিকল্পে গৃহীত কর্মপরিকল্পনাা স্ব-স্ব বিদ্যালয়ে বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

সহায়কের করণীয়:

❖ অংশগ্রহণকারিদের বিদ্যালয়ভিত্তিক একটি দলে ভাগ করে প্রত্যেক দলে বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন কৌশল সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলুন।

❖ প্রদত্ত কর্মপরিকল্পনা ছক অনুসারে প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য কর্মপরিকল্পন প্রণয়ন করতে বলুন।

❖ প্রত্যেকে দলকে নিজ নিজ কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন।

মূল্যায়ন, শ্রেণি পাঠদান, মুক্ত আলোচনা: **সময়: ৩০ মিনিট**

সহায়কের করণীয়:

♦ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কিত সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা উত্থাপিত বিষয় নিয়ে মুক্ত অলোচনার জন্য আহ্বান করুন ও প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করুন।

সমাপনী: **সময়: ১৫ মিনিট**

সহায়কের করণীয়:

আজকের প্রশিক্ষণের উপর ০২ (দুই) জন অংশগ্রহণকারিকে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে বলবেন। বক্তব্য প্রদানের পর সহায়কগণ সবাইকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আজকের প্রশিক্ষণের সমাপ্তি ঘোষণা করবেন।

তথ্যসূত্র :

* প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০ জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. তারিখের পত্র নং -৩৮.০১.০০০০.৬০০.২৫.০০৩৮.২৫.৭৩

দ্বিতীয় অধিবেশন

বাংলাদেশে **গণভোট ২০২৬** (জাতীয় গণভাবনা/Referendum)-এর নিয়ম-কানুন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ও পরিষ্কার তথ্য নিচে দেওয়া হলো ড় যা মূলত ঁ*রেফারেন্ডাম*চ বা *জনগণের সরাসরি মতামত গ্রহন প্রক্রিয়া* হিসেবে অনুষ্ঠিত হবে, বিশেষ করে সংবিধানে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনগুলো অনুমোদনের জন্য।

১. গণভোট ২০২৬-এর উদ্দেশ্য কি?

- ২০২৬ সালের **১২ ফেব্রুয়ারি** বাংলাদেশে সাধারণ সংসদ নির্বাচনের সঙ্গে পাশাপাশি একটি **সাংবিধানিক গণভোট** (referendum) অনুষ্ঠিত হবে। ভোটারদের জিজ্ঞেস করা হবেঃ
  ঁআপনি *জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ ২০২৫* এবং এতে বর্ণিত সংবিধান সংশোধন-সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলোর প্রতি সম্মতি জানাচ্ছেন কি না?চ
- এই ভোটের মাধ্যমে জনগণ সরাসরি সিদ্ধান্ত দিবে যে তারা *সংবিধান সংস্কারের ধারাগুলো বাস্তবায়ন করতে চান কি না।*

২. আইনি ভিত্তি ও নিয়ম

✓ গণভোট আইন/অধ্যাদেশ

- ২০২৫ সালে ঁ**গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫**চ জারি করা হয়েছে, যা *জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫*-এর আওতায় গণভোটের *আইনি ভিত্তি ও পদ্ধতি* নির্ধারণ করে।

✓ রেফারেন্ডাম কী?

- রেফারেন্ডাম বা গণভোট হলো এক ধরনের *সরাসরি গণ মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া*, যেখানে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় বা সংবিধান-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত জনগণের সম্মতিক্রমে নেয়া হয়।

✓ কেন হচ্ছে?

- দেশকে নতুন সংবিধান ও রাজনৈতিক কাঠামোতে গঠন করে আরো অংশগ্রহণমূলক ও সমতাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে, *জুলাই জাতীয় সনদ-এর সুপারিশসমূহ* জনগণের কাছে যাচাই-পর্যালোচনা করা হচ্ছে।

৩. গণভোটে কি সিদ্ধান্ত নেবে ভোটার?

গণভোটের প্রশ্নে সাধারণভাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর প্রতি *হ্যাঁ/না* মাধ্যমে ভোট দেওয়া হবে (একটিমাত্র প্রশ্নে মিলিতভাবে):

১. **তত্ত্বাবধায়ক সরকার/নির্বাচন কমিশন এবং অন্যান্য সংবিধানিক কর্মকর্তা নিয়োগ**
২. **দ্বিকক্ষীয় সংসদ ব্যবস্থা (upper house প্রবর্তন)**
৩. **সংসদে নারীর প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি, বিরোধী দলের জন্য পোস্ট, প্রধানমন্ত্রী মেয়াদ-সীমা, বিচার বিভাগে স্বাধীনতা ইত্যাদি ৩০টি মূল প্রস্তাব বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করা**
৪. **অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলো বাস্তবায়নের ব্যাপারে দলগুলোর অঙ্গীকার**

(উপরের বিষয়গুলো ২০২৫-এর *Referendum Ordinance* অনুযায়ী ভোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ আছে।)

🗳️ ৪. ভোটের পদ্ধতি ও অন্যান্য নিয়ম

ভোটিং সিস্টেম

- গণভোটটি **জনপ্রিয় গণভোট পদ্ধতিতে** (পিয়ারসনাল বা ব্যক্তিগত ভোটে) হওয়া হবে, অর্থাৎ প্রত্যেক বৈধ ভোটার তার মতামত *ব্যালট-এ "হ্যাঁ" বা "না" চিহ্ন দিয়ে* দিবে।

তারিখ ও একসাথে নির্বাচন

- এটি **১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬**-এ সাধারণ সংসদ নির্বাচনের সাথে একসাথে হবে।

পোস্টাল ভোট

- পোস্টাল বা ডাক মাধ্যমে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা চলতি নির্বাচনের নিয়ম অনুসারে হতে পারে।

পরিচালনা

- ভোট পরিচালনা করবে **নির্বাচন কমিশন**, আইন অনুযায়ী সংশোধিত পদ্ধতি ও রেফারেন্ডাম-অর্ডিন্যান্স অনুসারে।

৫. প্রচারণা ও জনসচেতনতা

- বিভিন্ন সরকারি ও সামাজিক সংস্থা গণভোট সম্পর্কে *জনসচেতনতা কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ এবং সভা-সমাবেশ* আয়োজন করছে যাতে সাধারণ মানুষ ভোটের উদ্দেশ্য ও প্রশ্ন সম্পর্কে সঠিক তথ্য পায়।
- গণভোটের প্রসঙ্গে "হ্যাঁ" বা "না"-র পক্ষে সরকারি পক্ষের প্রচারণা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিতর্কও দেখা দিয়েছে।

৬. গণভোটের ফল কী হবে?

- গণভোট যদি **হ্যাঁ**-তে জয়ী হয়, তাহলে *জুলাই জাতীয় সনদ*-এর সংশোধনী ও তার প্রস্তাবিত কাঠামোগত বৈশিষ্ট্যসমূহ বাস্তবায়নে শক্ত মেয়াদী প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাবে এবং সংশ্লিষ্ট আইন/সংবিধান পরিবর্তনে এগিয়ে যাওয়া যাবে।
- যদি **না** ভোট জয়ী হয়, তাহলে সংশোধনী/সুপারিশসমূহ জনগণের মেনে নেওয়া হবে না এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী পুনরায় সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে।

সংক্ষেপে — গণভোটের নিয়ম-কানুন

✓ আইনি ভিত্তি: *গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫* এবং সংশ্লিষ্ট বিধান।

✓ ভোটের প্রশ্ন: *জুলাই জাতীয় সনদ ও সংশোধন-প্রস্তাবসমূহ অনুমোদন করতে হবে কি না।*

✓ ভোট পদ্ধতি: ব্যক্তিগত, হ্যাঁ/না ব্যালট।

✓ পরিচালনা: নির্বাচন কমিশন; একসাথে সংসদ নির্বাচন।

✓ প্রচারণা: বিভিন্ন উৎস থেকে জানা প্রচারণা ও সচেতনতা তোলার কর্মসূচি চলছে।

বাংলাদেশে ২০২৬ সালের গণভোট সংক্রান্ত নিয়মাবলী এবং প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী নিচে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হলো:

গণভোট ২০২৬: মূল তথ্যাবলী

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এবং নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথে একযোগে এই সাংবিধানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। এই গণভোটের মূল উদ্দেশ্য হলো 'জুলাই জাতীয় সনদ' এবং এর প্রস্তাবিত সংবিধান সংস্কারের বিষয়ে জনমত যাচাই করা।

১. ভোটের পদ্ধতি ও প্রশ্ন

ব্যালট পেপার: গণভোটের জন্য আলাদা একটি ব্যালট পেপার থাকবে। এতে একটি নির্দিষ্ট প্রশ্ন থাকবে যার উত্তরে ভোটাররা 'হ্যাঁ' অথবা 'না' ভোট দেবেন।
প্রধান প্রশ্ন: প্রশ্নে জানতে চাওয়া হবে আপনি "জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫" এবং এতে বর্ণিত প্রস্তাবসমূহের প্রতি সম্মতি জ্ঞাপন করছেন কি না।
ফলাফলের প্রভাব: যদি 'হ্যাঁ' জয়যুক্ত হয়, তবে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার জুলাই সনদে বর্ণিত সংস্কারগুলো (যেমন: প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সীমাবদ্ধতা, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ ইত্যাদি) বাস্তবায়ন করতে বাধ্য থাকবে।

২. প্রধান সংস্কার প্রস্তাবসমূহ (যাতে ভোট দেবেন)

গণভোটের মাধ্যমে যে বিষয়গুলোতে আপনার মতামত চাওয়া হবে:
প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ: কোনো ব্যক্তি সর্বোচ্চ ১০ বছরের বেশি প্রধানমন্ত্রী থাকতে পারবেন না।
দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ: সংসদে একটি উচ্চকক্ষ গঠন করা হবে।
ক্ষমতার ভারসাম্য: রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন এবং রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদর্শনের ক্ষমতায় সীমাবদ্ধতা।
তত্ত্বাবধায়ক সরকার: নির্বাচনকালীন নিরপেক্ষ সরকার ও নির্বাচন কমিশন গঠনের স্থায়ী আইনি কাঠামো।
বিরোধী দলের ভূমিকা: বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার এবং গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় কমিটির সভাপতি নির্বাচন।

৩. ভোটাধিকার ও নিয়মাবলী

প্রবাসী ভোটাধিকার: বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এই নির্বাচনে প্রবাসীরাও তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।
'না' ভোট: একক প্রার্থী থাকা সংসদীয় আসনগুলোর ক্ষেত্রে 'না' ভোট দেওয়ার বিধান পুনরায় চালু করা হয়েছে।
প্রচারণার সময়সীমা: নির্বাচনী প্রচারণা ২২ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ সকাল ৭:৩০ মিনিট পর্যন্ত চলবে।
আচরণবিধি: সরকারি কর্মকর্তা বা উপদেষ্টারা প্রচারণায় সরকারি সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন না।

তৃতীয় অধিবেশন

ভোটাধিকার প্রয়োগঃ

বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা প্রতিটি নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দায়িত্ব। নির্বাচনে ভোট দেওয়ার প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় তথ্য নিচে সহজভাবে তুলে ধরা হলো:

১. ভোটার হওয়ার যোগ্যতা

ভোট দেওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই নিম্নোক্ত শর্তগুলো পূরণ করতে হবে:
আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে।
বয়স ১৮ বছর বা তার বেশি হতে হবে।
আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতিস্থ ঘোষিত হননি এমন হতে হবে।
ভোটার তালিকায় আপনার নাম অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।

২. ভোটার এলাকা ও কেন্দ্র খুঁজে পাওয়া

ভোট দেওয়ার আগে আপনার নির্দিষ্ট নির্বাচনী এলাকা এবং ভোটকেন্দ্রটি জেনে নেওয়া জরুরি। এটি আপনি যেভাবে জানতে পারেন:
অনলাইনে: বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের (NID Service) ওয়েবসাইট থেকে আপনার জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর ও জন্ম তারিখ ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্রের তথ্য জানতে পারবেন।
SMS-এর মাধ্যমে: নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ১৬১০৩ নম্বরে এসএমএস পাঠিয়েও কেন্দ্র ও ভোটার নম্বর জানা যায়।
ভোটার স্লিপ: নির্বাচনের আগে সাধারণত নির্বাচন কমিশন বা প্রার্থীদের পক্ষ থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার নম্বর সম্বলিত স্লিপ পৌঁছে দেওয়া হয়।

৩. ভোট দেওয়ার পদ্ধতি

ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হয়:
শনাক্তকরণ: কেন্দ্রের নির্ধারিত বুথে গিয়ে পোলিং অফিসারকে আপনার ভোটার নম্বর বা জাতীয় পরিচয়পত্র দেখান। তারা তালিকায় আপনার নাম মিলিয়ে দেখবেন।
আঙুলে কালি: পরিচয় নিশ্চিত হওয়ার পর আপনার আঙুলে একটি অমোচনীয় কালির দাগ দেওয়া হবে।
ব্যালট পেপার সংগ্রহ: এরপর আপনি প্রিজাইডিং অফিসারের কাছ থেকে সিল মারা একটি ব্যালট পেপার (বা ইভিএম হলে নির্ধারিত প্রক্রিয়া) বুঝে নেবেন।
গোপন কক্ষে প্রবেশ: ব্যালট পেপার নিয়ে আপনি একটি ঘেরা জায়গায় (গোপন কক্ষ) যাবেন।
ভোট প্রদান: আপনার পছন্দের প্রার্থীর প্রতীকের ওপর রাবার স্ট্যাম্প দিয়ে সিল দিন। সিল দেওয়ার পর ব্যালট পেপারটি এমনভাবে ভাঁজ করুন যেন কালির ছাপ অন্য প্রতীকে না লাগে।
ব্যালট বাক্সে জমা: ভাঁজ করা ব্যালট পেপারটি সবার সামনে রাখা স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে ফেলুন।

৪. ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন (EVM)

যদি আপনার কেন্দ্রে ইভিএম ব্যবহার করা হয়, তবে প্রক্রিয়াটি কিছুটা ভিন্ন হবে:

আপনার আঙুলের ছাপ বা এনআইডি কার্ড দিয়ে পরিচয় নিশ্চিত করতে হবে।
গোপন কক্ষে থাকা মেশিনে আপনার পছন্দের প্রতীকের পাশের সাদা বোতাম টিপতে হবে।
এরপর নিচে থাকা সবুজ বোতাম (Confirm) টিপে ভোট সম্পন্ন করতে হবে।

৫. জরুরি কিছু টিপস

ভোটের সময়: সাধারণত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে।
এনআইডি কার্ড: ভোট দেওয়ার জন্য এনআইডি কার্ড সাথে থাকা বাধ্যতামূলক নয় (যদি আপনার নাম ভোটার তালিকায় থাকে), তবে পরিচয় নিশ্চিত করতে এটি সাথে রাখা সুবিধাজনক।
নিরাপত্তা: ভোটকেন্দ্রে কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা বাধার সম্মুখীন হলে দায়িত্বরত পুলিশ প্রিজাইডিং অফিসারকে জানান।

ভোট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনাঃ

বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য নির্বাচন কমিশন (EC) ভোট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু নিয়মাবলী অনুসরণ করে। ভোটার, পোলিং অফিসার এবং প্রার্থীদের এজেন্টদের জন্য এই নিয়মগুলো জানা জরুরি।

নিচে ভোট কেন্দ্র ব্যবস্থাপনার প্রধান নিয়মাবলীগুলো তুলে ধরা হলো:

১. ভোট কেন্দ্রের সীমানা ও নিরাপত্তা

নিরাপদ এলাকা: ভোট কেন্দ্রের ৪০০ গজের মধ্যে কোনো নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন করা যাবে না।
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা: কেন্দ্রে পুলিশ, আনসার এবং ক্ষেত্রবিশেষে বিজিবি বা সেনাবাহিনী মোতায়েন থাকে। কেন্দ্রের ভেতরে অস্ত্র, বিস্ফোরক বা কোনো ক্ষতিকারক বস্তু বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ: ভোটের দিন নির্ধারিত যানবাহন ছাড়া অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন চলাচলের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকে।

২. পোলিং অফিসার ও এজেন্টদের দায়িত্ব

প্রিজাইডিং অফিসার: প্রতিটি ভোট কেন্দ্রের সার্বিক দায়িত্বে থাকেন একজন প্রিজাইডিং অফিসার। তিনি কেন্দ্রের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আইনি ক্ষমতা ভোগ করেন।
পোলিং এজেন্ট: প্রতিটি প্রার্থী প্রতিটি বুথে একজন করে এজেন্ট নিয়োগ দিতে পারেন। তারা প্রিজাইডিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে কেন্দ্রে প্রবেশ করেন এবং ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেন।
পরিচয়পত্র: কেন্দ্রে দায়িত্বরত প্রত্যেকেরই নির্বাচন কমিশন প্রদত্ত বৈধ পরিচয়পত্র দৃশ্যমান থাকতে হবে।

৩. ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া

সময়সীমা: সাধারণত সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে। তবে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শেষ ভোটারটি ভোট না দেওয়া পর্যন্ত কেন্দ্র বন্ধ করা হয় না।

গোপনীয়তা রক্ষা: ভোট দেওয়ার জন্য একটি গোপন কক্ষ (Booths) থাকে। সেখানে ভোটার কাকে ভোট দিচ্ছেন তা অন্য কেউ দেখতে পারবে না।

আঙুলের ছাপ ও কালি: ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগানো হয় যাতে কেউ দ্বিতীয়বার ভোট দিতে না পারে। এছাড়া বর্তমানে অনেক কেন্দ্রে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা এনআইডি যাচাই করা হয়।

৪. ভোটারদের জন্য নিয়মাবলী

মোবাইল ফোন নিষিদ্ধ: ভোট কেন্দ্রের ভেতরে বা গোপন কক্ষে মোবাইল ফোন নিয়ে প্রবেশ করা বা ছবি তোলা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

শৃঙ্খল বজায় রাখা: ভোটারদের লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে হয়। নারী, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ভোটারদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।

প্রচার নিষিদ্ধ: কেন্দ্রের ভেতরে কোনো প্রার্থীর পক্ষে স্লোগান দেওয়া বা প্রচারমূলক লিফলেট রাখা যাবে না।

৫. ভোট গণনা ও ফলাফল

গণনার সময়: ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার পর প্রিজাইডিং অফিসার এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বক্স খোলেন এবং ভোট গণনা শুরু করেন।

ফলাফল ঘোষণা: গণনা শেষে প্রিজাইডিং অফিসার ফলাফল বিবরণী তৈরি করেন এবং এজেন্টদের স্বাক্ষর নিয়ে কেন্দ্রের বাইরে ফলাফল টাঙিয়ে দেন।

চতুর্থ অধিবেশন

ভোটকেন্দ্রে সরকারি দায়িত্ব পালন শিক্ষকদের করণীয়ঃ

ভোটকেন্দ্রে সরকারি দায়িত্ব পালন করা শিক্ষকদের জন্য যেমন একটি আইনি বাধ্যবাধকতা, তেমনি এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক দায়িত্ব। বাংলাদেশে সাধারণত সরকারি ও এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

নির্বাচনে একজন শিক্ষকের মূল দায়িত্ব ও করণীয়গুলো নিচে পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো:

১. নির্বাচনের পূর্বপ্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ গ্রহণ: নির্বাচন কমিশন কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে আবশ্যিকভাবে অংশগ্রহণ করা এবং নির্বাচনের নিয়মকানুন, ইভিএম (যদি থাকে) ব্যবহার এবং ফরম পূরণের সঠিক নিয়ম জেনে নেওয়া।
নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ: নিজের নিয়োগপত্র সংগ্রহ করা এবং ডিউটির সময় গলায় পরিচয়পত্র ঝুলিয়ে রাখা নিশ্চিত করা।

২. ভোটগ্রহণের আগের দিন (কেন্দ্র স্থাপন)

সরঞ্জাম সংগ্রহ:

প্রিজাইডিং অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেলে রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয় থেকে ব্যালট বাক্স, ব্যালট পেপার, অমোচনীয় কালি এবং অন্যান্য নির্বাচনি সামগ্রী বুঝে নেওয়া।
কেন্দ্র পরিদর্শন: সহকারী প্রিজাইডিং ও পোলিং অফিসারদের নিয়ে আগের দিনই ভোটকেন্দ্রে যাওয়া এবং সেখানে ভোটকক্ষ বা বুথ তৈরি করা।
নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সাথে সমন্বয় করে কেন্দ্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং নির্বাচনি সামগ্রী সাবধানে রাখা।

৩. ভোটগ্রহণের দিন (ভোটের সময়)

নির্ধারিত সময়ে শুরু: সকাল ৮টায় (বা নির্ধারিত সময়ে) ভোট শুরু করা। এর আগে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খালি কি না তা দেখিয়ে সিলগালা করা।
ভোটার শনাক্তকরণ: পোলিং অফিসাররা ভোটারের জাতীয় পরিচয়পত্র বা ভোটার স্লিপ যাচাই করে তাকে শনাক্ত করবেন।
কালি ও ব্যালট প্রদান: ভোটারের আঙুলে অমোচনীয় কালি লাগানো এবং সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ব্যালট পেপারের পেছনে সই ও সিল দিয়ে ভোটারকে প্রদান করা।
গোপনীয়তা রক্ষা: ভোটার যেন গোপন কক্ষে গিয়ে নিজের পছন্দমতো ভোট দিতে পারেন তা নিশ্চিত করা।

৪. ভোটগ্রহণ শেষে (গণনা ও ফলাফল)

ভোট গণনা: নির্ধারিত সময়ে ভোটগ্রহণ শেষ হলে পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিতে ব্যালট বাক্স খোলা এবং ভোট গণনা করা।
ফলাফল শিট প্রস্তুত: প্রতিটি প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট সঠিকভাবে গণনা করে নির্ধারিত ফরমে ফলাফল লিখে স্বাক্ষর করা এবং পোলিং এজেন্টদের স্বাক্ষর নেওয়া।
সরঞ্জাম জমা দেওয়া: ফলাফল ঘোষণা শেষে ব্যালট বাক্স ও অন্যান্য কাগজপত্র সিলগালা করে পুলিশি পাহারায় রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে জমা দেওয়া।

৫. আচরণবিধি ও সতর্কতাঃ

নিরপেক্ষতা: দায়িত্ব পালনকালে কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা যাবে না।
ধৈর্য ও সতর্কতা: কেন্দ্রের ভেতর কোনো বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তাৎক্ষণিকভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জানানো এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা।
মোবাইল ফোন ব্যবহারে সচেতনতা: ভোটকক্ষের ভেতরে সাধারণত মোবাইল ফোন ব্যবহার নিষিদ্ধ থাকে, তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা।

পঞ্চম অধিবেশন

বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের কৌশল

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাদানকে ফলপ্রসূ ও আনন্দময় করতে একটি সুপরিকল্পিত বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি কেবল সিলেবাস শেষ করার মাধ্যম নয়, বরং শিক্ষার্থীর শিখনফল নিশ্চিত করার একটি রোডম্যাপ।

নিচে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনা ও এর বাস্তবায়নের কার্যকর কৌশলগুলো আলোচনা করা হলো:

১. বাৎসরিক পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো

একটি আদর্শ পাঠ পরিকল্পনায় সাধারণত নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত থাকে:
শিক্ষাবর্ষ বিন্যাস: জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট কর্মদিবস ও ছুটির হিসাব বের করা।
বিষয়ভিত্তিক বিভাজন: প্রতিটি বিষয়ের অধ্যায়গুলোকে মাস ও সপ্তাহ অনুযায়ী ভাগ করা।
শিখনফল নির্ধারণ: প্রতিটি পাঠ শেষে শিক্ষার্থী কী শিখবে তা স্পষ্ট করা।
মূল্যায়ন সময়সূচী: সাময়িক পরীক্ষা, ক্লাস টেস্ট এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় রাখা।

২. পাঠ বাস্তবায়নের কৌশল (Implementation Strategies)

পরিকল্পনা কাগজে থাকলেও এর আসল সাফল্য নির্ভর করে শ্রেণিকক্ষে তা প্রয়োগের ওপর। কার্যকর কিছু কৌশল হলো:

ক. সক্রিয় শিখন পদ্ধতি (Active Learning)

শিক্ষার্থীরা যাতে কেবল শ্রোতা না হয়ে অংশগ্রহনকারী হয়, সেজন্য দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ এবং ভূমিকা অভিনয় (Role Play) ব্যবহার করা।

খ. শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার (Use of TLE)

বিমূর্ত বিষয়কে সহজ করতে পাঠ্যবইয়ের পাশাপাশি চার্ট, মডেল, বাস্তব উপকরণ বা ডিজিটাল কন্টেন্ট ব্যবহার করা।

গ. ধারাবাহিক মূল্যায়ন (Continuous Assessment)

শুধুমাত্র বার্ষিক পরীক্ষার ওপর নির্ভর না করে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা। এর মধ্যে রয়েছে:

মৌখিক প্রশ্নোত্তোর।

শ্রেণির কাজ (Classwork)।

বাড়ির কাজ পর্যবেক্ষণ।

ঘ. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সব শিক্ষার্থীর শেখার গতি এক নয়। যারা পিছিয়ে আছে তাদের জন্য নিরাময়মূলক পাঠ (Remedial Coaching) বা অতিরিক্ত সহায়তার ব্যবস্থা রাখা।

৩. সময় ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

বাৎসরিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময় ব্যবস্থাপনা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এটি মোকাবিলায়:

প্রতিদিনের পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan): আগের রাতে পরের দিনের পাঠের প্রস্তুতি নেওয়া।

নমনীয়তা: প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কারণে ক্লাস মিস হলে তা পুষিয়ে নেওয়ার জন্য পরিকল্পনায় কিছু 'বাফার ডেস' বা অতিরিক্ত দিন রাখা।

৪. মনিটরিং ও ফিডব্যাক

প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের নিয়মিত তদারকি এবং শিক্ষকদের ফিডব্যাক প্রদান পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নে সাহায্য করে।

মনে রাখবেন: একটি সফল পাঠ পরিকল্পনা নমনীয় হওয়া উচিত, যা শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তন করা যায়।

আপনি কি আপনার বিদ্যালয়ের জন্য একটি চমৎকার বাৎসরিক পরিকল্পনা তৈরি করে উহা বাস্তবায়ন করতে পারবেন।

মোহাম্মদ মমিনুল ইসলাম মজুমদার
ইন্সট্রাক্টর
উপজেলা প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টার
দেবিদ্বার, কুমিল্লা।